করোনা পরিস্থিতিতে মেহেরপুর জেল থেকে মুক্তি পেলেন ১০ কয়েদি

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ ধারায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মেহেরপুরের ১০ জন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এদের মধ্যে আজ শনিবার ৫ জনকে মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ৫ জনের জরিমানা থাকায় জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার শরিফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ১মাস থেকে ১ বছর মেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের মধ্যে থেকে যাদের আচরণ ভাল ছিল এমন দশ জনের একটি তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের সকলকেই মুক্তি দেওয়ার নির্দেশনা দেয়। সে মোতাবেক তাদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলা সুপার এ এস এম কামরুল হুদা স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। মুক্তি প্রাপ্ত ১০ জনই মাদক মামলার আসামী।

যে সব আসামীদের মুক্তি দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ তারা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী থানার শিশিরপাড়ার মৃত মোজাম এর ছেলে তোতা (৩৮)। গাঁজা নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ১ মাস ১৯ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নাম্বার-৬৯৭৫, জিআর মামলা নং-৩০৬/১৪।

মেহেরপুরের গাংনী থানার চাঁদপুর গ্রামের আবু জাফরের ছেলে মিজানুর রহমান(৩৪)। গাঁজা বহনের দায়ে চলতি বছরের ৩ মার্চ বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৬ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নাম্বার- ৬৯৯৮, মোবাইল কোর্ট মামলা নং-২৭/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার চাদপুর গ্রামের মৃত আকালী মন্ডলের ছেলে পলান(৩৬)। গাঁজা বহনের দায়ে চলতি বছরের ৩ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম

কারাদন্ড হয়। সে ৬ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৭ মোবাইল কোর্ট মামলা নং-২৭/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুল কাদের এর ছেলে লাভলু হোসেন। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৩দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৫ মোবইল কোর্ট মামলা নং ১৪/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার সাহেবনগর গ্রামের মৃত বদর উদ্দিন শেখ এর ছেলে মোয়াজ্জেল শেখ। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ২৮ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৩দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৬ মোবাইল কোর্ট নং- ১৩/২০২০।

জরিমানা পরিশোধের পর যে ৫ জন আসামীকে মুক্ত করা হবে তারা হলেন,

মেহেরপুর মুজিবনগর থানার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত আদম মন্ডলের ছেলে মনোয়ার হোসেন মন্টু(৫৫)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৭০০০ মোবাইল কোর্ট নং- ৮১/২০২০।

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার মোনাখালী গ্রামের বাশার আলীর ছেলে শাহিন(২৪)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং- ৬৯৯৯, মোবাইল কোর্ট নং- ৮০/২০২০।

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বল্লবপুর গ্রামের সত্যেন মন্ডল এর ছেলে মংলা মন্ডল(৫০)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং- ৬৯৭১, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ০২/২০২০ মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বাগোয়ান গ্রামের মৃত পঞ্জত আলী শেখ এর ছেলে রহিম শেখ (৫৫)।

গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ১২ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫’শ টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৬৯৮২, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ০৮/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার কাজিপুর খন্দকার পাড়ার সামসুল হকের ছেলে আনিসুল রহমান টগলু (৩৫)। মাদক সেবন প্রয়োগ এর দায়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা

করা হয়। কয়েদি নং-৬৯৯২, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ১৩/২০২০।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন

জনসাধারণকে করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত রাখতে চুয়াডাঙ্গা শহরের বড় বাজারে করোনা জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে শহরের শহীদ হাসান চত্বরে টানেলটি স্থাপন করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে টানেলের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লে. কর্নেল মোহাম্মদ আসিফ ও পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। পরে সাধারণ জনতা নিজেদের শরীর জীবাণুমুক্ত করতে টানেলের মধ্যে দিয়ে চলাচল শুরু করে।

লে. কর্নেল মোহাম্মদ আসিফ বলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপনের ফলে শহরে চলাচলকারীরা কিছুটা হলেও নিজেদের জীবাণুমুক্ত রাখতে পারবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আহ্বানে করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় মানুষের মাঝে জেলা বিএনপি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী, কলাইডাঙ্গা,

মোমিনপুর, বর্শিবাড়িয়া, পাঠকেলপোতা ও হাসনাবাদ গ্রামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে নারায়নগঞ্জ ফেরত ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নতুন করে আরও ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আ শনিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলার জগদেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকা সম্প্রতি নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মোট ৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল।

এর মধ্যে আজ শনিবার সকালে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের জগদেশপুর গ্রামের ৫০ ও ১৮ বছর বয়স্ক দুইজন পুরুষের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়।

ডাঃ রশিদ জানান, বর্তমানে আক্রান্ত রোগীরা জগদেশপুর গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। সেই সাথে নেগেটিভ রিপোর্ট আসা ব্যক্তিদেরকে আক্রান্তদের থেকে সরিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে। এপর্যন্ত উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২ জন চিকিৎসক ও ১ নার্স সহ ৮ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ৫০০ কর্মহীনকে খাদ্য সহায়তা দিলো বুরো বাংলাদেশ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশ। সদর উপজেলার ৫০০ কর্মহীন পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ শনিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও পুরাতন স্টেডিয়ামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাদিকুর রহমান এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাসুদ উজ্জামান এবং বুরো বাংলাদেশের পক্ষে কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুল হোসেন মিঞা, দৌলতপুর এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক সুলতান আহম্মদ, কুমারখালী এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক মো. আক্তারুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সনাতন কুন্ডু,

আলমডাঙ্গা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সমীর কুমার ঘোষ, মিহির কুমার সরকার, মো. শাহজাহার আলী, গোকুল কুমার সরকার, শাখা হিসাবরক্ষক মো. ইসমাইল হোসেন, মো. নূর হোসেন, উর্ধ্বতন কর্মসূচী সংগঠক রনজিত চক্রবর্তী, ছবির উদ্দিন, মো. বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।

চাল, ডাল, তেল, আলু, লবণ, সাবান, মাস্কসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পেয়ে হতদরিদ্র মানুষেরা খুশি হয়েছেন বলে জানান সহায়তাপ্রাপ্তরা।

কার্পাসডাঙ্গা কলোনীপাড়ায় ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের কলোনীপাড়ায় সহিদুলের বাড়ি থেকে গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে হুদাপাড়া গ্রামের ইসলামের ছেলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে শুকুর আলীর ২ টা স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী প্রবাসে থাকে। দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে সে কয়েকমাস পূর্বে সহিদুলের বাড়িতে থাকতো। পরে সে আবার হুদাপাড়ায় চলে যায়। সহিদুল মারা যাওয়ায় এ বাড়িতে কেউ থাকেনা। তার স্ত্রীর পিতার বাড়ি আকন্দবাড়িয়ায় থাকে। গত কয়েকদিন পূর্বে শুকুর আলী তার স্ত্রীর সাথে অশান্তি করে আবারো সহিদুলের বাড়ি থাকতে শুরু করে।

গতকাল শুক্রবার স্থানীয় একজন সহিদুলের বাড়িতে কোন আলো জ্বলছে না দেখে রুমে লাইট মারলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই।

পরে স্থানীয় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙ্গে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় শুকুর আলীর লাশ উদ্ধার করে। সে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা এলাকাবাসীর।

লাশের সুরোতহাল রিপোর্ট করেন এস আই মেজবাহুর রহমান। লাশের দেহ থেকে দূর্গন্ধ ছড়ানোয় অনেকের ধারনা সে হয়তো গত একদিন পূর্বে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নিত্য সঙ্গী

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবন্ধী ৪ কন্যাকে নিয়ে মানবেতর জীবন পার করছে মা মেহেরনীগার। একদশক আগে স্বামী হারিয়ে ভিক্ষা করে সংসার

চুয়াডাঙ্গার খাড়াগোদা গ্রামে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত ৬

চুয়াডাঙ্গা খাড়াগোদার বাজারে আ.লীগ ও যুবলীগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য আ.লীগ নেতা লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানিয়েছেন।

একদিকে করোনা অপর দিকে মাহে রমজানের পবিত্র মাস আ.লীগ-যুবলীগ নেতাদের এহন কর্মকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়েছে সচেতন মহল। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত গড়াইটুপি ইউনিয়নের গাষ্টবিহার গ্রামের জহুরুল ইসলামের মেয়ে গড়াইটুপি ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশের বোন জুই গত দেড়মাস আগে ঝিনাইদহ গোপালপুর গ্রামে বিয়ে হয়। বিয়ের ১৫ দিনের মাথায় জুই নিজ গ্রামের ভাটার ছেলে মুকুল হাসানের হাত ধরে পালানোর চেষ্টা করে।

সে সময় দর্শনা পুলিশ তাদরকে ডাকবাংলা বাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করে উভয় পক্ষের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। গতপরশু বহস্পতিবার মুকুল পুনরায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫টার দিক গড়াইটুপি গ্রামের আ.লতিবের ছেলে রানা পলাশের পক্ষ নিয়ে গাষ্টবিহার গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে গড়াইটুপি ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি লিটনকে চড় থাপ্পড় মারে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই লিটন এর গায় হাত পড়েছে জানতে পেরে তিতুদহ ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি শুকুর আলী ও লিটন দলবল নিয়ে খাড়াগোদা বাজারের শিমুলের ০◌েদাকানের সামনে গিয়ে পলাশ ও তার ভাই শিমুলের ওপর চড়াও হয়। একপর্যায় সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। যার হাতে যা থাকে তাই দিয়ে একে অপরকে মারপিট করতে থাকে।

এই ঘটনায় আহত হয় শুকুর পক্ষের লিটন, রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে ঝন্টু, ছয়রদ্দিনের ছেলে আহাদ আলী। পলাশ পক্ষের আহত হয় পলাশ ও তার ভাই শিমুল এবং রসূলের ছেলে হাবিবুর রহমান। যুবলীগের সভাপতি পলাশ

অভিযোগ করে বলেন, আমার বোনের সংসার ভাঙ্গা নিয়ে মুকুলকে সেল্টার দিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে লিটন। বোনকে নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে কারোর মাথায় ঠিক থাকার কথা না। শুকুর ও তার লোকজন আমাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালিয়েছে।

অপর দিক লিটনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পলাশ মিথ্যা সন্দেহ করে তার লোকজন দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে লিটনের ওপর হামলা চালায়। গড়াইটুপি ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, পলাশের বোনকে নিয়েই মূলত এ ঘটনা। শুকুর আলী পলাশের কাছে লিটনের মারার ব্যাপার জানতে গেলে পলাশের লোকজন ক্ষিপ্ত হয় হাসুয়া রামদা দিয়ে লিটন ও তার লোকজনকে কুপিয়ে যখম করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনলেও উভয় পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে, দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান জানিয়ছেন।

মুজিবনগরে করোনা আক্রান্তের বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুরে হুময়ান খান নামের আরো ১জন করেনা রোগী সনাক্ত হয়েছে।
শুক্রবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.রেজওয়ান আহম্মেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আর করোনা সনাক্তের রির্পোট হাতে পাওয়ার পর পরই তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে।

করেনা আক্রান্ত ব্যক্তি হলেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ইসমাইল খানের ছেলে হুমায়ন খান।
তিনি একজন শিক্ষক ও তার বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে বলে জানা গেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত রুগীর আজ থেকে ৫/৬ দিন সর্দি,কাশি ছিলো। তাই হুমায়ন ও তার ভায়ের একসাথে দুজনের নমুনা সংগ্রহ করে কয়েকদিন আগে
কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।সেখান থেকে আজ শুক্রবার হুমায়নের ভায়ের করোনা নেগেটিভ আসলেও হুমায়নের করোনা পজেটিভ আসে।

তিনি আরও জানান,করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর পর তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। হুমায়নের সমস্যার কারনে তার বাড়ির লোকজন গত ৪/৫ দিন থেকে বাড়ির বাহির হত না। তাই পাশের কোন বাড়ি লকডাউন করা হয়নি।আপাতত তার বাড়ি থেকে সকল প্রকার চিকিৎসা চালানো হবে। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি আক্রান্ত রুগীর বাড়ি লকডাউন ঘোষনা করেন।

উল্লেখ্য : এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৩ জন ব্যাক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। তার ভিতরে একজন ব্যাক্তি পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে ও ভবেরপাড়া গ্রামের ইদ্রীস আলী শাহ নামের একজন ব্যাক্তি মৃত্য বরণ করেছেন।

মেহেরপুরের বন্দরে মসজিদের মুরগী কেনা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামে মসজিদে দান করা মুরগী কেনা নিয়ে সংঘর্ষে জুয়েল নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

আহত জুয়েল বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

শুক্রবার দুপুরে বন্দর জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, বন্দর গ্রামের মসজিদে এক ব্যক্তি একটি মুরগী দান করে।

জুম্মার নামাজ শেষে দান করা মুরগীটি বিক্রির জন্য নিলামে তোলে কতৃপক্ষ।

মুরগীটি কেনার জন্য একই গ্রামের জসীম ও জুয়েল দামাদামি শুরু করে।

কথাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাদে উভয়ের মধ্যে।

এসময় জুয়েল গুরুতর জখম হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

মেপ্র/এমএফআর